তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬

**দলের নাম ভাঙিয়ে অপকর্মকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, যারা দলের নাম ভাঙিয়ে নানা ধরনের চাঁদাবাজি করে, মানুষকে হয়রানি করে, তাদের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, ‘মাদক বিক্রি থেকে শুরু করে বিশেষ করে মানুষের জায়গা দখল, মানুষকে চোখ রাঙানো, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা তোলাসহ এ ধরনের অপকর্ম যারা করবে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠিন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো। শরীরের কোনো অংশ পঁচে গেলে যেমন কেটে ফেলে দিতে হয়, আমরাও সেভাবে ব্যবস্থা নেবো।’

আজ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ঐতিহ্যবাহী রাজানগর আরএবিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে স্কুল মাঠে আয়োজিত মিলনমেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলাকার মানুষের কিছু অভিযোগের প্রেক্ষিতে মন্ত্রী এ সতর্কবাণী দেন।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সব স্কুলেরই অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। কিন্তু শুধু সুন্দর অবকাঠামো স্কুলের মান বোঝায় না। স্কুলের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্কুলে কতটুকু নৈতিকতা, দেশাত্মবোধ, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সহমর্মিতা, গুরুজনদের প্রতি কর্তব্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং মেধা, মূল্যবোধ ও দেশাত্মবোধের সাথে শিক্ষার্থীদের সমন্বয় কার্যক্রম আছে কিনা সেটিও বিবেচনায় নিতে হবে।

রাঙ্গুনিয়ার সংসদ সদস্য সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'আমি ঠিক করেছি আমি চিঠি দিয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলোতে এটি জানাবো যে, শুধু ভালো রেজাল্ট ভালো মানুষ তৈরি করে না। এমন একটি স্কুল কিংবা বিদ্যানিকেতন চাই, যেখানে ঠিক মানুষ তৈরি করে, যার আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা থাকবে না। মেধা, মূল্যবোধ, মমত্ববোধ, দেশাত্মবোধের সমন্বয়ে ভালো মানুষ তৈরি করবে, এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা চাই৷'

বিদ্যালয়ের বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) ভিসি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বজন কুমার তালুকদার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আতাউল গনি ওসমানী, রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার মেয়র মোঃ শাহজাহান সিকদার প্রমুখ।

৭০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা র‍্যালি, স্মৃতিচারণ, সম্মাননা প্রদান, ম্যাগাজিন প্রকাশনা, র‍্যাফল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

#

আকরাম/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫

**আইসিটি দক্ষতা এখন লিটারেসির পার্ট**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলা এবং ইংরেজি দুটোই জানতে হবে। আইসিটি দক্ষতা এখন লিটারেসির পার্ট হয়ে গেছে।

মন্ত্রী আজ গাজীপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে সিনেট হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও ফিজিক্যাল মাস্টারপ্ল্যান শেয়ারিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্যগণ এই সভায় বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘দেশের উচ্চশিক্ষায় গুণগতমান নিশ্চিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা ইতোমধ্যে একাডেমিক ও ফিজিক্যাল মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছেন। এটি বর্তমান সময়ের চাহিদার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে উচ্চশিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন নিশ্চিত হবে। আউটকাম বেইজড এডুকেশনকে মাথায় রেখে দেশে-বিদেশে জব মার্কেট বিশ্লেষণ করেই এই একাডেমিক ও ফিজিক্যাল মাস্টারপ্ল্যান করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভাষা আমাদের জানতেই হবে। ভাষা, আইসিটি, সফ্‌ট স্কিল এবং এন্ট্রাপ্রেনারশিপ, কমিউনিকেশন স্কিল, ক্রিটিক্যাল থিংকিং স্কিল- এগুলো জানতে হবে। বিদেশে সফ্‌ট স্কিল স্কুল কলেজ থেকেই শেখানো হয়। আমাদের এখানে শেখানো হয় না।’

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। কে হাঁস-মুরগি পালবে। আর কে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হবে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এন্ট্রাপ্রেনারশিপ স্কিল শিখতেই হবে। আমি যদি ঘরকন্যাও করি তাতেও আমার কাজে লাগবে। সেজন্যই আমি মনে করি ভাষা, আইসিটি, সফ্‌ট স্কিল এবং এন্ট্রাপ্রেনারশিপ এবং মূল্যবোধ- প্রতিটি শিক্ষার্থীর অবশ্য শেখা দরকার। সে কারণেই এমবেডেড কোর্স হিসেবে শর্ট কোর্স চালু করতে যাচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়ার কারণ হচ্ছে উচ্চশিক্ষার ৭০ শতাংশ এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমান উন্নয়ন হলে সারা দেশের উচ্চ শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর জীবনে পরিবর্তন আসবে। সে জন্যই আমি মনে করি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তন বেশি জরুরি এবং তারা সেটি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে করছেন।’

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ বলেন, আমাদের একাডেমিক মাস্টারপ্ল্যানটা খুবই জরুরি।

#

খায়ের/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৭১ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৮২৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯২ হাজার ৯২২ জন।

#

কবীর/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/১৮৪০ ঘণ্টা

Handout Number : 373

**Four non-resident Ambassadors accredited to Bangladesh**

**call on Foreign Secretary Masud Bin Momen**

Dhaka, 31 January :

Four non-resident Ambassadors accredited to Bangladesh Federico Salas Lofte, Ambassador of Mexico, Alejandro Simancas Marin, Ambassador of Cuba, Sinisa Pavic, Ambassador of Serbia and Menzie Sipho DLAMINI, High Commissioner of the Kingdom of Eswatini jointly called on Foreign Secretary (Senior Secretary) Masud Bin Momen at the Ministry of Foreign Affairs following presentation of their Letter of Credence to the President of Bangladesh at Bangabhaban.

Foreign Secretary congratulated the non-resident Ambassadors for presenting credentials. He expressed hope that they will now be able to contribute to deepening ties with Bangladesh in bilateral, regional and multilateral fronts. "Bangladesh traditionally exports RMG (contributes 84% of export), quality jute and jute products, ceramics, pharmaceuticals, frozen fish, light engineering, leather & leather goods to Europe, the USA and other destinations and is able to cater to these countries as per local requirements,' he added.

Foreign Secretary highlighted the remarkable role that our expatriates’ community is playing by sending their hard earned money for rolling the wheel of our economy and to meet up the import payment. ‘Leather, footwear, Pharmaceuticals’, light-engineering, food processing and IT can be other prospective areas of collaboration for mutual benefit of the people of these countries,’ he said.

Foreign Secretary further highlighted that the Government of Bangladesh under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina has proclaimed Vision 2041 for translating the country to a self-reliant, prosperous, equity-based and developed country by 2041. ‘The Government has introduced policies for inclusive economic growth for achieving a prosperous and modern Bangladesh, as envisioned by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,’ he added.

The Foreign Secretary also informed in this vein that more and more women and youth are being engaged in income generation sectors. ‘The Government has also introduced a wide range of welfare and safety net programmes. Special programmes have been undertaken for marginalized women and aged citizens.  Under the leadership of Hon'ble Prime Minister, Sheikh Hasina, Bangladesh today is recognized globally as a role model for development. In the Asia Pacific region Bangladesh is among the topmost countries in terms of rate of economic growth, despite the Covid pandemic,’ he said.

Foreign Secretary welcomes the maiden visit of the Mexican Foreign Minister to Dhaka on 7-9 March 2023 when the reopening of the Argentine mission in Dhaka is likely to be announced.

#

Mohsin/Pasha/Enayet/Sanjib/Mahmud/Salim/2023/20.40 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭২

**বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে সচেতনতা বেড়েছে**

 **--- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, আগে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদেরকে অবহেলা ও অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো, তাদেরকে নিয়ে সচেতনতার অভাব ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে সচেতনতা বেড়েছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাদের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আর প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাদুঘর আয়োজিত ‘বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোর আমাদের উন্নয়নের সহযাত্রী’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সুস্থতায় বড়াই করার কিছু নেই। আমাদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই এ বিশেষ শিশুরা রয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এ শিশুদের সঠিক পরিচর্যা ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই সুস্থতার পরিচায়ক। তিনি বলেন, আমরা শুধু বাইরে থেকে এ শিশুদের দেখি। কিন্তু একমাত্র পিতা-মাতার পক্ষেই তাদেরকে গভীরভাবে অনুভব করা সম্ভব।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের পাশাপাশি ব্রিটিশ কাউন্সিল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। তাছাড়া সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে কাজ করে যাচ্ছেন সংস্কৃতিজন রামেন্দু মজুমদার, নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু প্রমুখ। তিনি বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ বিশেষ শিশুদের জন্য সহযোগিতার দ্বার প্রসারিত করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী এসময় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সবাইকে সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। আলোচনা করেন 'বিউটিফুল মাইন্ড' স্কুলের অধ্যক্ষ ও বাংলাদেশ স্পেশাল অলিম্পিকের চেয়ারম্যান ডা. শামীম মতিন চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতিষ্ঠান 'বিউটিফুল মাইন্ড' স্কুলের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

 প্রতিমন্ত্রী পরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত স্থপতি ও কবি রবিউল হুসাইনের ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'রবিউল হুসাইনের কবিতায় জীবন-মৃত্যু ও নিঃসঙ্গতা' শীর্ষক সেমিনার, আলোচনা সভা, ‘শূন্য গর্ভ কথামালা’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও সংগীতানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

ফয়সল/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭১

**সার্বিয়ার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করছে সরকার**

 **--- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

 তরুণ লেখক ইমদাদ হকের লেখা সার্বিয়া ভ্রমণ বিষয়ক ‘সার্বিয়া: শুভ্র শহরের দেশে’ বইয়ের প্রকাশনা উৎসব আজ রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

 অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, দূতাবাস না থাকায় সার্বিয়ার সঙ্গে আমাদের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক এখনো গড়ে ওঠেনি। তবে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে সরাসরি পণ্য আমদানিতে সার্বিয়া আগ্রহ দেখিয়েছে। সার্বিয়াতে জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে এবং সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। এছাড়া সার্বিয়া যেনো বাংলাদেশ থেকে সরাসরি লেদার ও গার্মেন্টস পণ্য আরো নিতে পারে, সেই প্রক্রিয়াও এগিয়েছে।’

 মন্ত্রী বলেন, সার্বিয়াতে অনেক উন্নয়ন হচ্ছে। অনেক বড় বড় বিল্ডিং হচ্ছে। এসব কাজের জন্য তারা লোক চায়। দানিউব নদীর তীরে উন্নয়নের জন্য বড় প্রজেক্ট করছে তারা। এজন্য তারা ইলেকট্রিশিয়ান ও কন্সট্রাকশন ওয়ার্কার চায়। কিন্তু ওখানে যেতে হলে ভিসার জন্য ভারতে যেতে হয়। এটা বড় ঝামেলার। তবে দিল্লী থেকে কনস্যুলার টিম প্রেরণের ফলে ঢাকা থেকে তারা সার্বিয়ান ভিসা দিয়েছে। এর ফলে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো বাংলাদেশি সার্বিয়ায় গেছে। ওখানে কাজের অনেক সুযোগ আছে।

 ড. মোমেন বলেন, সার্বিয়ায় বাংলাদেশি পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তারা জার্মানি বা ইতালি থেকে বাংলাদেশি লেদার আর গার্মেন্টস পণ্য কেনে। সরাসরি কিনতে পারে না বলে তাদের চড়া দামে কিনতে হয়। সরাসরি বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে কাজ চলছে। সার্বিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগগিরই বাংলাদেশে আসবেন, সেই সময় এসব বিষয় চূড়ান্ত হবে।’

 অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি কামাল চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এসিআই অ্যাগ্রো বিজনেসের প্রেসিডেন্ট ড. এফ এইচ আনসারী। গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ইকতিয়ার চৌধুরী ও সাধনা আহমেদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অন্য প্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম ও লেখক ইমদাদ হক।

 ইমদাদ হকের এই বইয়ে সহজ সরল ভাষায় উঠে এসেছে সার্বিয়ার ইতিহাস, ঐতিহ্য, বর্তমান অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষাব্যবস্থা, খেলাধুলাসহ সব কিছু। লেখকের সার্বিয়া ভ্রমণে প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক নানা দৃশ্যপটের সঙ্গে নতুন উপজীব্য হয়ে ওঠে সার্বিয়ান এক তরুণী। ঠিক প্রেম নয়, প্রেমের চেয়ে কম কিছুও নয়। পার্থিব দৃশ্যপটের সঙ্গে উঠে এসেছে রোমান্সের হৃদয় ছোঁয়া-না ছোঁয়ার গল্পও। যার পুরো বর্ণনা এসেছে ‘সার্বিয়া: শুভ্র শহরের দেশে’ ভ্রমণ গদ্যে।

#

মহসীন/পাশা/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৯২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭০

**বাণিজ্য মেলার রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে ৩০০ কোটি টাকা**

 **--বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি):

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, এবারের ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় মানুষের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। অংশগ্রহণকারী বেড়েছে প্রায় ৩৭ শতাংশ। মেলায় প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ লাখ দর্শনার্থী এসেছেন। মেলায় কেনা-বেচা হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। স্পট রপ্তানি আদেশ মিলেছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার।

 বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত পূর্বাচল স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্স বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ -চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মাসব্যাপী ‘ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৩’ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতিক।

মন্ত্রী বলেন, অনেকদিন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আড়াল করে রাখার অপচেষ্টা করা হয়েছিল। নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুকে জানতে দেয়া হয়নি, ভুল তথ্য দেয়া হয়েছিল। মেলায় একটি বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন স্থাপন করা হয়েছে, এর মাধ্যমে মেলার দর্শনার্থী এবং নতুন প্রজন্মকে জানার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। রপ্তানি ক্ষেত্রে বাণিজ্য মেলা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিগত বছর ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে প্রকৃত রপ্তানি হয়েছিল ৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উল্লেখ্য, মেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে প্রথম পুরস্কার প্রদান করা হয় ১০টি সেরা প্যাভিলিয়ন ও স্টলকে, দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় ১৩টি প্যাভিলিয়ন এবং স্টলকে, তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় ১১টি প্যাভিলিয়ন ও স্টলকে। এছাড়া, শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা ক্যাটেগরিতে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে, বেস্ট ইলেক্ট্রনিক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে, বেস্ট ফার্নিচার উৎপাদনকারী বা রপ্তানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে এবং ইনোভেটিভ পণ্য উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা হিসেবে ২টি প্রতিষ্ঠানকে ট্রফি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতিক এবং বিশেষ অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এসব ট্রফি বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব মোঃ হাফিজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই’র সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু।

#

বকসী/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/২০৪৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩৬৯

**জনগণের কাছে যেতে হলে বিএনপিকে অপরাজনীতির জন্য ক্ষমা চাইতে হবে**

 **-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি জনগণের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আবার জনগণের কাছে যেতে হলে ২০১৩, ১৪ ও ১৫ সালে তারা যে অপরাজনীতি করেছে, পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, সেগুলোর জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।’

আজ চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লু বে ভিউতে চট্টগ্রামে মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা শেষে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচি নিয়ে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সম্ভবত বিএনপির দম ফুরিয়ে গেছে, এজন্য হাঁটা শুরু করেছে। তারা তো আগে মিছিল করতো, এখন মিছিলের পরিবর্তে হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি যে পদযাত্রা শুরু করেছে সম্ভবত তারা কারো কাছ থেকে নকল করছে।’

‘তবে বিএনপি পদযাত্রা করুক আর যেই যাত্রায় করুক না কেনো, তাদের এই যাত্রায় জনগণ তো দূরের কথা তাদের সাধারণ কর্মীরাও পদযাত্রায় শামিল হয়নি’ বলেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রসঙ্গে মন্ত্রী আবারও বলেন, ‘এই দেশে আর কখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে না। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কন্টিনেন্টাল ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ সমস্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় সেভাবেই নির্বাচন হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সব দেশেই যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তারাই নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন করে। আমাদের দেশেও তাই করবে।’

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই নির্বাচনকালীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। তার সরকারই তখন নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এবং নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বিএনপির এই পদযাত্রা, কিংবা কদিন পরে ‘বসার যাত্রা’ করবে- যে যাত্রাই করুক না কেনো, কোনো লাভ হবে না।’

তবে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আশা প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, আমরা চাই বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ আগামী দিনের সরকার পছন্দ করুক সেটিই আমরা চাই।

এর আগে চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আজকে চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটি শুভদিন, আনন্দের দিন। কারণ চট্টগ্রামে মেট্টোরেল হবে চট্টগ্রামের মানুষও অনেকে ভাবেনি, এটি আমার জন্যও আনন্দের দিন। বেশ কয়েকবছর ধরে চট্টগ্রামে মেট্টোরেল নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর কাছে বহুবার নিবেদন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আজকে কোরিয়ান সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ফিজিবিলিটি স্টাডি শুরু হতে যাচ্ছে।’

চট্টগ্রামকে নান্দনিক শহর উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের উন্নয়নকে যে কি পরিমাণ গুরুত্ব দেন, সেটি একটি প্রজেক্টের কথা আলোচনা করলেই বুঝতে পারবেন। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য তিনটা প্রজেক্ট মিলিয়ে ব্যয় ১ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার তিনি দিয়েছেন। সেই কাজগুলো চলছে, তিনটা প্রজেক্টের কাজের সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সেই প্রজেক্টগুলো যদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়, আমি আশা করি আগামী বছর থেকে চট্টগ্রাম শহরে পানি উঠবে না।

মন্ত্রী বলেন, অনেকগুলো পাহাড় কাটা হয়েছে, পাহাড় কাটার কারণে নান্দনিকতা নষ্ট হয়েছে, পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরকে আরো নান্দনিক করার ক্ষেত্রে মেট্রোরেল প্রজেক্টটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। এই শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। আগামী পাঁচ-দশ বছর পরে এই শহরের লোকসংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই শহর ঘনবসতিপূর্ণ শহর। সুতরাং এখানে মেট্রোরেলের কোনো বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি ঝাং কিউন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ রওশন আরা মান্নান, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী, ইআরডি সচিব শরিফা খান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম জহিরুল আলম দোভাষ, ডিটিসিএ’র নির্বাহী পরিচালক সাবিহা পারভীন ও কোইকা বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইয়াং আহ দোহ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, কোরিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কোইকা চট্টগ্রাম মেট্রোরেলের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে। ৭০ কোটির বেশি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত এই স্টাডিতেই চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার উপযোগিতা, মেট্রোরেলের রুটসহ নানা বিষয় উঠে আসবে। একই সাথে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কত অর্থের প্রয়োজন তারও হিসাব দেবে কোইকো।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮

**আজকের শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশের কারিগর**

 **--- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশের কারিগর আজকের শিক্ষার্থীরা। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায় সোনার ছেলে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে।

 আজ রাজধানীর তেজগাঁও বিএফডিসি ৮ নম্বর ফ্লোরে ‘পার্বত্য বিতর্ক উৎসব ২০২৩’ এর গ্র্যান্ড ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও সংস্কৃতিসহ কোনো দিকেই এখন আর পার্বত্য অঞ্চল পিছিয়ে নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা বিকাশে সরকার যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে এই অঞ্চল দেশের জন্য এক বিশাল সম্পদে পরিণত হবে।

 এ সময় মন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যিনি তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির পর সুদীর্ঘ সময় ধরে নানাভাবে শোষণ বঞ্চনার শিকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা সূচিত হয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আজ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছে। শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে নানাভাবে অবদান রাখছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠী।

 ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সঞ্চালনায় এ সময় প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক এডুকেশন, স্কিলস ডেভেলপমেন্ট এন্ড মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের পরিচালক সাফি রহমান খান ও ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান প্রফুল্ল চন্দ্র বর্মন বক্তব্য রাখেন।

 পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৫০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০০০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ‘পার্বত্য বিতর্ক উৎসব-২০২৩’ এর গ্র্যান্ড ফাইনাল প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি মাধ্যমিক বালিকায় বিদ্যালয় রানার আপ, শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয় বিজয়ী দলের দলনেতা সুজাতা চাকমা। পরে মন্ত্রী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

 রেজুয়ান/পাশা/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭

**নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, যৌতুক ও বাল্যবিয়ে রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে**

 **--- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, যৌতুক ও বাল্যবিয়ে রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি এ সংক্রান্ত কমিটির মনিটরিং এবং আইনের সঠিক বাস্তবায়নে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কঠোর হতে হবে। তিনি বলেন, মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সরকারের কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ইস্কাটনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সভাকক্ষ থেকে অনলাইনে চট্টগ্রাম বিভাগ ৫জন ও সিলেট বিভাগের ৫ জন মোট দশ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় প্রতিমন্ত্রীর নিকট থেকে নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করা চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী জেলার লায়লা আক্তার এবং সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার শাহেনা আক্তার সম্মাননা স্মারক, নগদ অর্থ ও সনদ গ্রহণ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের নারীবান্ধব উন্নয়ন ও নীতি কৌশল বাস্তবায়নের ফলে গত একযুগে সরকারি, বেসরকারি আত্মকর্মসংস্থানসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নারী উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার জন্য। তিনি আরো বলেন, নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে জয়িতা কার্যক্রমের সূচনা করেন। জয়িতাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

 চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. মোঃ আমিনুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মোঃ আনোয়ার হোসেন, চট্টগ্রাম পুলিশ কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় এবং চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফকরুজ্জামান।

 চট্টগ্রাম বিভাগের সম্মাননা প্রাপ্ত নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতা হলেন-অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটেগরিতে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার নাছরিন সোলতানা জেরিন, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী রাঙামাটি জেলার সপ্তর্ষি চাকমা, সফল জননী ক্যাটেগরিতে খাগড়াছড়ি জেলার ইন্দিরা দেবী চাকমা, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করা ফেনী জেলার লায়লা আক্তার এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় কক্সবাজার জেলার মনোয়ারা পারভীন।

 সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার ড. মুহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্ব উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা জেবুন্নেসা হক, সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি মফিজ উদ্দিন আহমেদ ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার নিশারুল আরিফ।

 সিলেট বিভাগের সম্মাননা প্রাপ্ত নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পাঁচ জয়িতা হলেন-অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটেগরিতে সুনামগঞ্জ জেলার সৈয়দা ফারহানা ইমা, শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মার্গ্রেট সুমের, সফল জননী ক্যাটেগরিতে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার সালেহা বেগম, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করে মৌলভীবাজার জেলার শাহেনা আক্তার এবং সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় সিলেট জেলার খুশি চৌধুরী।

 চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অন্য নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ জয়িতারা নিজ নিজ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের নিকট থেকে সম্মাননা স্মারক, নগদ অর্থ ও সনদ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা সিলেট বিভাগের জয়িতাদের নিয়ে “জয়িতা তোমরাই বাংলাদেশের বাতিঘর” স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

আলমগীর/পাশা/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৬

**পণ্য বহুমুখীকরণ করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে**

 **--- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, ব্যবসায়ীদের নতুন পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বহুমুখীকরণ করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

 আজ পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) স্থায়ী কমপ্লেক্সে মাসব্যাপী ২৭তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এফবিসিসিআই’র সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তফা আহমেদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ হাফিজুর রহমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সময়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্কিল ম্যানপাওয়ার তৈরি করা অর্থাৎ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের লক্ষ্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত সোনার বাংলা গড়ার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। এ লক্ষ্যে তিনি রূপকল্প ঘোষণা করে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির কাক্সিক্ষত গন্তব্যে নিয়ে যেতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন, করোনা মহামারির সময়ে প্রধানমন্ত্রী বস্ত্রখাতসহ সকল ব্যবসায়ীদের মাঝে আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেন, পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলে রাখার পক্ষে সাহসিক সিদ্ধান্ত নেন, ফলে বিশ্বব্যাপী চরম অর্থনৈতিক মন্দার সময়ও দেশের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ করোনা মহামারির সময়ে শিল্প কলকারখানাসহ সকল কিছু বন্ধ রেখে আজ সংকটময় পরিস্থিতিতে পড়েছে। করোনা মহামারির সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সঠিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণেই দেশ এক মহাবিপর্যয়কে কাটিয়ে উন্নত বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

#

 সৈকত/পাশা/সঞ্জীব/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০১০ঘণ্টা

Handout Number:365

**4 Non-resident Ambassadors accredited to Bangladesh**

**call on Foreign Minister**

Dhaka, 31 January 2023:

Federico Salas Lofte, non-resident Ambassador of Mexico, Alejandro Simancas Marin, non-resident Ambassador of Cuba, Sinisa Pavic, non-resident Ambassador of Serbia and Menzie Sipho DLAMINI, non-resident High Commissioner of the Kingdom of Eswatini jointly called on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen today at the Foreign Service Academy following presentation of their Letter of Credence to the President of Bangladesh at Bangabhaban.

At the outset, Foreign Minister welcomed the non-resident Ambassadors to Bangladesh. At the joint calls on, Foreign Minister hoped that the bilateral relations among Bangladesh and the countries of accreditation would usher a new avenue during their tour of duty. Non-resident Ambassadors cordially exchanged views on bilateral and multilateral cooperation of mutual interests, including trade and investment, infrastructure development, connectivity, COVID situation and Russia-Ukraine crisis that disrupted the supply chain of wheat, fuel and edible oil and discussed ways and means to address the issue to offset the crisis.

Foreign Minister fondly recalledabout the great Cuban Leader Mr. Fidel Castro who once compared our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with the Himalayas. To mark the 50th Anniversary of the establishment of relations between Bangladesh and Cuba, the Cuban Ambassador handed over a congratulatory message to Dr. Momen from his Cuban counterpart.

Dr. Momen welcomed the proposed visit of a high-level delegation led by Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard Casaubon on 7-9 March 2023 and expressed hope that his maiden visit would infuse vigor and vitality in the bilateral relations. Dr. Momen thanked the announcement of the Mexican government to open their Embassy in Dhaka by 2023 which will further consolidate ties between the two countries and will boost trade & commerce, investment, exchange of visits between the businessmen, high officials and people-to-people contacts.

Regarding Rohingya issue, Foreign Minister underlined that Bangladesh is currently hosting 1.1 million forcibly displaced Myanmar nationals who were forced to flee their ancestral land in the face of rape, violence and persecution. Bangladesh cannot afford to share its sovereign land any longer with its limited resource and land. Foreign Minister urged the support of the respective governments to play an active role for the early repatriation of these Rohingya people to their homeland in Myanmar with safety, security and dignity. Uncertainty and delay in their repatriation may attract them towards radicalism, trafficking, drugs smuggling and other cross border crimes which may threaten the security and stability of Bangladesh and Myanmar and beyond, he added.

#

Mohsin/Pasha/Sanjib/Rafiqul/Likhon/2023/1726hours তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪

**বায়ুদূষণ রোধে বিশেষ অভিযানের নির্দেশ দিলেন পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি):

বায়ুদূষণ রোধে আগামীকাল কাল থেকে বিশেষ অভিযান পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।

আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সভায় পরিবেশমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরে বর্তমানে কর্মরত তিন জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আগামীকাল থেকেই বায়ুদূষণকারী প্রতিষ্ঠান ও যানবাহনের বিরুদ্ধে নগরীতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে হবে। অভিযানের সংখ্যা ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য জরুরিভিত্তিতে আরো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য প্রেরণের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগের কাছে অনুরোধ জানানো হবে।

মন্ত্রী বলেন, দেশের বায়ুদূষণের এ পরিস্থিতি কোনো অবস্থায়ই কাম্য নয়। তাই বায়ুদূষণ রোধে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে কার্যকর আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনে তিনি অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। এসময় হাইড্রলিক হর্ন তথা শব্দদূষণ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

সভায় মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আবদুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/অনসূয়া/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ৩৬৩

**স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে কূটনীতিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে**

 **-পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভবিষ্যতের কূটনীতিকদের প্রস্তুত, সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত করতে ফরেন সার্ভিস একাডেমি কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ার জন্য আমাদের কূটনীতিকদের আগামী দিনগুলোতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

গতকাল ঢাকার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ২৮তম বিশেষায়িত কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের (এসডিটিসি) সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ড. মোমেন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জন্য একটি অনন্য সংবিধান দিয়ে গেছেন যা সকলের জন্য মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়। বঙ্গবন্ধু আমাদের জন্য একটি সুন্দর স্বপ্ন রেখে গেছেন, আর সেটা হলো ‘সোনার বাংলা’র স্বপ্ন, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন, যেখানে মানুষের সকল অধিকার; অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সবার জন্য নিশ্চিত করা হবে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের তরুণ কূটনীতিকরা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন এবং বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া ‘সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’ এই পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করতে সহায়তা করবেন।

ফরেন সার্ভিসের নবীন কর্মকর্তাদের জন্য ২৮তম বিশেষায়িত কূটনৈতিক কোর্সটি ২০২২ সালের মার্চ থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ৩৮তম বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডারের ১২ জন তরুণ কর্মকর্তা অংশ নেন।

#

মোহসিন/অনসূয়া/শাম্মী/ইমা/২০২৩/১৪১৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬২

**অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৭ মাঘ (৩১ জানুয়ারি):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১ ফেব্রুয়ারি ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২৩' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেনঃ

“অমর একুশে বইমেলা বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলা একাডেমির উদ্যোগে ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২৩' এর আয়োজন উপলক্ষ্যে বইপ্রেমিক বাঙালি, পাঠক, প্রকাশক, সংগঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি অমর একুশে বইমেলার প্রাক্কালে একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

অমর একুশের বইমেলা বাঙালির প্রাণের মেলা। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমি আয়োজিত বইমেলা লেখক-পাঠক-সংস্কৃতিকর্মীসহ তথা সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে অনন্য জাগরণ সৃষ্টি করে। মেলাটি আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিকাশে একটি অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান ও উৎস। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে বইপড়ার বিকল্প নেই। তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান যুগে নতুন প্রজন্মকে বইপড়া ও সাহিত্য চর্চায় উদ্ধুদ্ধ করতে মাসব্যাপী বইমেলা ও ভাষাচর্চার এই আয়োজন কার্যকর অবদান রাখবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলা একাডেমি মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে নানাভাবে ধারণ করে আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্বপালন করে আসছে। ভাষা শহিদদের রক্তস্নাত পথ ধরে গড়ে ওঠা বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে- এ কামনা করি।

আমি আশা করি বাঙালির প্রাণের এই মেলা বইকেনার পাশাপাশি আলোচনা সভা, সংগীতানুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবে সংস্কৃতির অমিয় সুধা। বাংলা একাডেমির এই প্রাঙ্গণে সৃজনশীল ও মননশীল লেখকদের বিকাশ ও অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে অমর একুশে বইমেলা এক অবিকল্প আয়োজন। মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে সমুজ্জ্বল রেখে ‘অমর একুশে বইমেলা' বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২৩' এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/শাম্মী/সাইদা/কলি/শামীম/২০২৩/১৩০২ ঘণ্টা